ইউনিট ৭

মোগল শাসন আমলে বাংলা

ভূমিকা

বাংলায় মোগল শাসনের দুটি ধাপ ছিল। একটি সুবাদারী শাসন আর অন্যটি নবাবী শাসন। সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করলেও বাংলা 'সুবা' তাঁর শাসনকালে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। এ সময়ে বারভূঁইয়াদের হাতেই ছিল বাংলার মূল ক্ষমতা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বারভূঁইয়াদের দমন করা সম্ভব হয় এবং সমগ্র বাংলায় মোগলদের সুবাদারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ছিল সুবাদারী শাসনের স্বর্ণযুগ। বেশ ক'জন দক্ষ সুবাদারের নেতৃত্বে এ সময় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। আওরঙ্গজেবের পর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে মোগল শাসন শক্তিহীন হয়ে যায়। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। এ যুগ নবাবী আমল নামে পরিচিত। ১৭১৭ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর ছিল নবাবদের শাসনকাল। এ যুগে কোন কোন নবাবের দক্ষতায় বাংলার শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বাড়ে। অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিপত্তিও সাথে সাথে বাড়তে থাকে। ক্ষমতা নিয়ে প্রাসাদের ভেতর চলতে থাকে ষড়যন্ত্র। এরই পথ ধরে এক সময় অবসান ঘটে মোগল শাসনের। মোগল শাসন যুগের গৌরবময় দিক ছিল তাঁদের সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা। বাংলায় মোগল শাসনের অবসান ঘটলেও তাদের শাসন ব্যবস্থার রেশ থেকে যায়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : বাংলায় সুবাদারী শাসন
- ➔ পাঠ ২ : বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান
- ➔ পাঠ ৩ : নবাবী আমলে বাংলা
- ➔ পাঠ ৪ : নবাব আলীবর্দী খান
- ➔ পাঠ ৫ : নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

পাঠ-১ : বাংলায় সুবাদারী শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

☞ মোগল যুগে বাংলায় সুবাদারী শাসনের বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ সুবাদার হিসেবে মীর জুমলার কৃতিত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
☞ সুবাদার শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

১.১ বাংলায় সুবাদারী প্রতিষ্ঠা

মোগল সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে অনেকগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। এই প্রদেশগুলোকে বলা হতো 'সুবা'। সুবার শাসনকর্তাকে বলা হতো সুবাদার। আকবরের সময় থেকে বাংলায় সুবাদার নিয়োগ করা শুরু হয়। তবে বারভূঁইয়াদের দাপটে বাংলায় মোগল সুবা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে দক্ষতার সাথে বারভূঁইয়াদের দমন করেন সুবাদার ইসলাম খান। তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর থেকে বাংলার সুবাদারদের মাধ্যমে পুরো বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে, ২১ আগস্ট মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর বেশ ক'জন সুবাদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার মীর জুমলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোন সুবাদারই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গকে। তিনি বাংলায় শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময় বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি হয়। সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর কাসিম খান জুয়িনীকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান (১৬২৮ খ্রি.)। এসময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। এরা ক্রমে বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাসিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে কাসিম খান জুয়িনী মারা গেলে নতুন সুবাদার হয়ে আসেন ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.)। কিন্তু তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি রাখতে পারেননি। এবার শাহজাহান নতুন সুবাদার করে পাঠান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ সুজাকে (১৬৩৯ খ্রি.)। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। সুজার শাসনকালে প্রতিবেশী কোন রাজা বাংলা আক্রমণ করেনি। তাই বাংলায় তখন শান্তি বিরাজ করছিল। এই সময় ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরা বাংলায় বাণিজ্য করছিল। এদের মধ্যে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী সুবাদারের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। এতে ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই দিল্লির সিংহাসন লাভের জন্য অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে শাহজাদা সুজার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ১৬৫৯ খ্রিস্টব্দে দুই ভাইয়ের যুদ্ধে শাহ সুজা পরাজিত হন।

১.২ সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.)

শাহ সুজাকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। সম্রাট হয়ে আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। মাত্র তিন বছরের শাসনকালে তিনি কুচবিহার ও আসাম অভিযানে বেশি সময় ব্যয় করলেও ইতিহাসে একজন সফল সুবাদার হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারের জন্য তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। দক্ষ সেনাপতি হিসেবে সুবাদার মীর জুমলা আসাম ও কুচবিহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলীর খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার রূপে বাংলা শাসন করেন। অবশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান জাহাঙ্গীর নগরে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শায়েস্তা খান দুইবারে দীর্ঘ ২২ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। মাঝখানে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সুবাদার হন। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী শাসক।

সার-সংক্ষেপ

মোগল আমলে প্রদেশকে বলা হতো সুবা। মোগল সম্রাটগণ সুবার শাসনকর্তা হিসেবে সুবাদারদের নিয়োগ করে পাঠাতেন। বারভূঁইয়াদের দমন করার পর বাংলার সর্বত্র মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকে বেশ কজন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। এঁদের মধ্যে ইসলাম খান, মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের শাসনকালে বাংলা খুব সমৃদ্ধশালী হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১. মোগল সম্রাট —— তাঁর সাম্রাজ্যকে অনেকগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন।
২. এই প্রদেশগুলোকে বলা হতো '——'।
৩. সুবার শাসনকর্তাকে বলা হতো ——।
৪. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে দক্ষতার সাথে বারভূঁইয়াদের দমন করেন সুবাদার —— ——।
৫. সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন সম্রাজ্ঞী —— —— ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গকে।

খ. সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. কোন মোগল সুবাদার ঈসা খানের সঙ্গে সন্ধি করেন?
   ক. শাহবাজ খান খ. খিজির খান
   গ. রাজা মানসিংহ ঘ. ইসলাম খান
২. কোন সুবাদার ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন?
   ক. ইসলাম খান খ. কাসিম খান চিশতি
   গ. শাহ সুজা ঘ. মীর জুমলা
৩. কুচবিহার ও আসাম কোন সুবাদারের আমলে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়?
   ক. শাহ সুজা খ. মীর জুমলা
   গ. ইব্রাহীম খান ঘ. আযিমুদ্দিন
৪. বাংলার কোন সুবাদার মগ দস্যুদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম জয় করেন?
   ক. ইসলাম খান মাসহাদী খ. কাসিম খান
   গ. শায়েস্তা খান ঘ. ইব্রাহিম খান
৫. ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ার কোন সুবাদারের আমলে বাংলায় আসেন?
   ক. মহব্বত খান খ. শায়েস্তা খান
   গ. মীর জুমলা ঘ. মুর্শিদ কুলী খান

গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলায় সুবাদারী শাসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. সুবাদার মীর জুমলার কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

☞ সুবাদার শায়েস্তা খানের পরিচয় দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের রণ-অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজদের বিরোধের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১ শায়েস্তা খানের পরিচয়

বাংলার ইতিহাসের সুবাদার শায়েস্তা খানের নাম সবার পরিচিত। তাঁর আমলে দ্রব্যমূল্যের নিম্নতা বিশেষ করে এক টাকায় আট মন চাউল প্রাপ্তির ইতিহাস বাংলার সোনালী ঐতিহ্যের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রশাসনিক বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় এসে শায়েস্তা খান যে যোগ্যতার পরিচয় দেন তাঁর ফলে বাংলার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শায়েস্তা খান ছিলেন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা। আওরঙ্গজেব কর্তৃক বাংলার সুবাদারী পেয়ে ১৬৬৪ সালের মার্চ মাসে তিনি রাজমহল হয়ে ঢাকায় পৌঁছেন এবং বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। বার্ধক্যে উপনীত হলেও তিনি কয়েকজন যোগ্য সহকারীর সাহায্যে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

২.২ সংস্কারমূলক কাজ

শায়েস্তা খান ক্ষমতায় আরোহণের পর তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদার মীর জুমলার গৃহীত জনকল্যাণ বিরোধী ও স্বৈরচারী নীতির সংস্কার ও সংশোধন করেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা : শায়েস্তা খান ঢাকায় পৌঁছেই মীর জুমলার আমলে অবৈধ ক্ষমতা ও সুবিধা গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করেন। বাংলার ধ্বংসোন্মুখ শাসন ব্যবস্থা ও মোগল বাহিনী পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

রাজস্ব সংস্কার : রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য শায়েস্তা খান কিছু সংস্কার করেন। তিনি আইমাদার ও মদদমাশ ভোগীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বৃত্তিভোগীদের ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি বণিক ও ভ্রমণকারীদের উপর যাকাত মওকুফ করেন এবং শিল্পী, ব্যবসায়ী ও আগন্তুকদের উপর ধার্যকৃত শুল্ক রহিত করেন। তিনি মোগল সম্রাটকে বার্ষিক হারে নিয়মিত কর দিতেন।

'আনকুরা' পদ্ধতি রহিত : যদি কোন ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে এলাকার জমিদার তার স্ত্রী-কন্যাসহ সকল সম্পত্তি জোর পূর্বক দখল করে নিত। এরূপ ঘৃণিত রীতিকে 'আনকুরা' বা Hooking বলা হতো। শায়েস্তা খান এরূপ ঘৃণিত রীতিকে রহিত করে প্রজাসাধারণের ভালোবাসা অর্জন করেন।

'ক্ষমতা প্রয়োগ ফি' রহিত : যদি কোন ব্যক্তি তাঁর পাওনা টাকা আদায় করার জন্য সরকারের সহযোগিতা চাইত, তখন ক্ষমতা প্রয়োগ ফি বাবদ উক্ত টাকা বা মালের চার ভাগের এক অংশ রাষ্ট্রের জন্য রেখে দিত। জনস্বার্থে শায়েস্তা খান এই প্রথাও রহিত করেন।

জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ : শায়েস্তা খান ক্ষমতারোহণের পর এক বছরের মধ্যে শক্তিশালী এক নৌবাহিনী গঠন করে মগ জলদস্যুদের আক্রমণ ও দস্যুতা বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মগ জলদস্যুদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণ ও ব্যবসায়ীদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

২.৩ শায়েস্তা খানের রণ-অভিযান

বাংলার শাসন ক্ষমতা সুসংহত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য শায়েস্তা খান বাংলার সীমান্তের কয়েকটা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন-

কুচবিহার ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সীমান্তবর্তী রাজ্য কুচবিহারের শাসনকর্তা বিদ্রোহ করলে শায়েস্তা খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কুচবিহারের রাজা ভীত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে এবং সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু জয়ন্তিয়ার রাজা পুনরায় বিদ্রোহ করলে শায়েস্তা খান তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ফলে জয়ন্তিয়া মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মুরাং-এ অভিযান

১৬৭৬ সালের প্রথম দিকে শায়েস্তা খান কুচবিহারের পশ্চিম দিকে মুরাং এর পার্বত্য এলাকায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন। মুরাং এর রাজা সহজেই আত্মসমর্পণ করে মোগল সম্রাটকে কর প্রদান করতে রাজি হয়।

সন্দ্বীপ বিজয়

শায়েস্তা খানের সময় প্রাক্তন মোগল সেনাপতি দিলওয়ার খান সন্দ্বীপ দখল করে স্বাধীনভাবে সন্দ্বীপ শাসন করছিলেন। ১৬৬৫ সালের নভেম্বর মাসে শায়েস্তা খান তার নৌসেনাপতি ইব্নে হুসাইনের নেতৃত্বে সন্দ্বীপ আক্রমণ করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে দিলওয়ার খান পরাজিত হন এবং সন্দ্বীপ মোগল বাহিনীর অধিকারভুক্ত হয়।

চট্টগ্রাম বিজয়

শায়েস্তা খানের বিজয়াভিযানের মধ্যে চট্টগ্রাম বিজয় উল্লেখযোগ্য। ১৪৫৯ সালে আরকান রাজ চট্টগ্রামকে বাংলার সুলতানদের নিকট থেকে দখল করে নিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম পুনর্দখলের উদ্দেশ্য শায়েস্তা খান সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী সন্দ্বীপ দখল করে চট্টগ্রামের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সময় চট্টগ্রামের মগ-রাজা ও স্থানীয় পর্তুগিজদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীরা তখন নোয়াখালিতে এসে আশ্রয় নেয়। শায়েস্তা খান ফিরিঙ্গী নেতাকে নিজ দলভুক্ত করেন। ১৬৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিরিঙ্গীদের ৪০টি রণতরী সহ ইব্নে হুসাইনের নেতৃত্বে বিশাল নৌবাহিনীসহ চট্টগ্রামে আক্রমণ করে। সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলায় আরাকান বাহিনী পরাজিত হয়। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি বুজুর্গ উমেদ খান বিজয়ীর বেশে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন।

দীর্ঘদিন এ দেশে থাকবার পর তিনি দিল্লিতে ফিরে যাবার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলে তিনি দিল্লিতে ফিরে যান।

২.৪ ইংরেজদের সাথে বিরোধ

দুবছর পর শায়েস্তা খান ১৬৭৯ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলার সুবাদার হয়ে বাংলায় আগমন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ইংরেজদের সংঘাত হয়। মোগল সম্রাট কর্তৃক বাণিজ্যিক সুযোগ লাভ করে ইংরেজরা স্থানীয় কর্মচারীদের সাথে অন্যায় আচরণ শুরু করলে শায়েস্তা খান তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে ইংরেজগণ শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়।

১৬৮৬ হতে ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়। ইংরেজগণ হিজলী ও বালাশের দুর্গ দখল করে নেয়। পাল্টা আক্রমণে শায়েস্তা খান হিজলী পুনরুদ্ধার করেন। এরপর এক সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে শায়েস্তা খান ইংরেজদেরকে কুঠি নির্মাণ করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন।

ইতোমধ্যে বোম্বাই উপকূলে ইংরেজদের সাথে মোগলদের জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার প্রেক্ষাপটে শায়েস্তা খান বাংলার ইংরেজদের বাণিজ্যিক অধিকার প্রত্যাহার করে নেন। বিক্ষুব্ধ ইংরেজগণ মোগলদের বালাশোর দুর্গ দখল করে এবং চট্টগ্রাম দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা এ পরিকল্পনা স্থগিত রেখে ১৬৮৯ সালে মাদ্রাজে চলে যায়। ইংরেজদেরকে মাদ্রাজ গমনের আগেই শায়েস্তা খান দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েক বছর পর এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

২.৫ শায়েস্তা খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

বাংলায় মোগল সুবাদারদের মধ্যে শায়েস্তা খান একজন কীর্তিমান পুরুষ। বাংলার ইতিহাসে তিনি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তার কৃতিত্বের দিকগুলো হচ্ছে-

শ্রেষ্ঠ শাসক

শায়েস্তা খান শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। তার শাসন আমল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। মোগল শক্তিকে সুসংহত করার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

শ্রেষ্ঠ বিজেতা

শায়েস্তা খান ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা ও দক্ষ সেনাপতি। তাঁর সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল। সীমান্তবর্তী মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের হাত হতে বাংলার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দানে সক্ষম হয়েছিলেন।

উদার ও প্রজাকল্যাণকামী শাসন

শায়েস্তা খান ছিলেন প্রজাকল্যাণকামী শাসক। তাঁর সুশাসনে বাংলাদেশ সুখ-শান্তিতে ভরে উঠেছিল। তাঁর রাজস্ব সংস্কারের ফলে বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের মেধা ও যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিল। তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য এত কম ছিল যে, মাত্র এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। তাঁর সময় কৃষিকাজের পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি লাভ হয়।

স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ

শায়েস্তা খানের সময়ে এদেশ স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করে। তিনি ঢাকা নগরীকে বিচিত্র সৌধমালা ও মনোরম সাজে সজ্জিত করেন। তাঁর আমলে নির্মিত বড় কাটরা, ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, পরিবিবির মাজার, হোসনী দালান, সফী খানের মসজিদ তাঁর স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ বহন করেন।

সার-সংক্ষেপ

মোগল সুবাদার শায়েস্তা খান এদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তাঁর যোগ্য ও জনকল্যাণমূলক শাসনে দেশের যে সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল, তাঁর মাধ্যমে এ দেশে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর সে সমৃদ্ধি ও সুখ-সৌন্দর্যের ইতিহাস এ দেশবাসীর হৃদয়ে এখনো বাংলার সোনালী ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. কার সময়ে এক টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত?
২. সুবাদার শায়েস্তা খান সম্রাট আওরঙ্গজেবের কি হন?
৩. বাংলার শাসনভার গ্রহণের সময় শায়েস্তা খানের বয়স কত ছিল?
৪. সুবাদার মীর জুমলার আমলে অবৈধ ক্ষমতা ও সুবিধাভোগীদেরকে শায়েস্তা খান কি করেন?
৫. শায়েস্তা খান কাদের উপর যাকাত ও শুল্ক রহিত করেন?
৬. 'আনকুরা' পদ্ধতি কে রহিত করেন?
৭. শায়েস্তা খানের সময়ে কোন সেনাপতি সন্দ্বীপ স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন?
৮. কোন সময়ে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজদের বিরোধ বাঁধে?
৯. শায়েস্তা খানের নির্মিত কয়েকটি স্থাপত্যের উল্লেখ করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুবাদার শায়েস্তা খানের পরিচয় দিন।
২. শায়েস্তা খানের কয়েকটি সংস্কারমূলক কাজের বর্ণনা দিন।
৩. শায়েস্তা খানের রণ-অভিযানের বিবরণ দিন।
৪. ইংরেজদের সাথে শায়েস্তা খানের বিরোধের বর্ণনা দিন।
৫. শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব ও চরিত্র বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩ : নবাবী আমলে বাংলা : নবাব মুর্শিদকুলী খান ও সুজাউদ্দিন খান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ বাংলায় মোগল শাসনের একটি সময়কে কেন নবাবী আমল বলা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ নবাবী আমলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ নবাব সুজা উদ্দিন খানের শাসনামল বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১ বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠা

মোগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। পরবর্তী মোগল শাসকরা ছিলেন দুর্বল। সিংহাসন নিয়ে একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। তাই দূরের প্রদেশগুলোর উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ কমে আসে। অনেক সুবাদার প্রায় স্বাধীন রাজার মতোই শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদ কুলী খানও শেষ দিকে তাই করেছিলেন। এ সময় থেকে পরবর্তীকালে আর কখনও মোগল সম্রাটদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বাংলার উপর ছিল না। ফলে দিল্লি থেকে কাউকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠানোর সুযোগ ছিল না। এ সময় থেকে সুবাদার পদটি বংশগত হয়ে পড়ে। সুবাদারগণ ক্ষমতা দখল করে সিংহাসনে বসতেন। এজন্য মোগল সম্রাটের কাছ থেকে শুধুমাত্র একটি অনুমোদন নিয়ে নিতেন। তাই আঠারো শতকের বাংলায় মোগল শাসন ইতিহাসে নবাবী আমল রূপে পরিচিতি লাভ করে। নবাবগণ প্রায় স্বাধীন শাসক ছিলেন।

৩.২ মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.)

মুর্শিদ কুলী খান ১৭০০ সালে দীউয়ান নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন। এই সময় দিল্লির মোগল সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব। দীউয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলায় আসার আগে মুর্শিদ কুলী খান হায়দারাবাদের দীউয়ান ছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কাজে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। এজন্যই বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ সুবায় সম্রাট তাঁকে নিযুক্ত করেন। বাংলার সুবাদার আজিম উশ্‌শানের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি দীউয়ানী সদর দফতর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

সম্রাট ফররুখশিয়ার ১৭১৭ সালে মুর্শিদ কুলী খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। দীউয়ানের দায়িত্বও তাঁর হাতে থাকে। তিনি মুর্শিদাবাদকেই রাজধানী করেন। এই সময় থেকে ঢাকার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী।

রাজস্ব সংস্কারের জন্য মুর্শিদ কুলী খান বিখ্যাত হয়ে আছেন। এতকাল অনেক জমি সরকারি কর্মচারীদের হাতে ছিল। মুর্শিদকুলী খান এসব জমি সরকারের হাতে নিয়ে নেন। তিনি জমির খাজনা আদায়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ইজারাদার নিযুক্ত করেন। জমির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে দিতে হতো। এসব ইজারাদারদের মধ্য দিয়ে এদেশে নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

মুর্শিদ কুলী খান সুশাসক ছিলেন। তিনি নাম মাত্র সম্রাটের আনুগত্য মেনে চলতেন। তিনি সম্রাটকে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হন। কিন্তু তাঁকে সরিয়ে তাঁর পিতা সুজাউদ্দিন খান মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারী অনেকটা বংশগত ও স্বাধীন হয়ে পড়ে।

৩.৩ নবাব সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.)

সুজাউদ্দিন খান শক্ত হাতে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বিশ্বাসভাজনদের উচ্চপদ দান করেন। তিনি সমর্থন লাভের জন্য জমিদারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সুজাউদ্দিন খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশেরই নবাব ছিলেন।

সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য সুজাউদ্দিন একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করেন। এর সদস্য ছিলেন আলীবর্দী খান, হাজি আহমদ, জগৎশেঠ এবং আলম চাঁদ। সুজাউদ্দিন খান জনগণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তিনি বিলাসী হয়ে পড়েন। এই সুযোগে প্রাসাদের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। তাঁরা সুজাউদ্দিন ও তাঁর পুত্র সরফরাজ খানের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে চেষ্টা করেন। এ কাজে তাঁরা ব্যর্থ হলে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই মুহম্মদ তকীর মন বিষিয়ে দেন। কিন্তু সময়মতো সুজাউদ্দিন হস্তক্ষেপ করায় একটি সংকট থেকে নবাবী রক্ষা পায়। সুজাউদ্দিনের সুশাসনে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বজায় ছিল।

সুজাউদ্দিন খান ১৭৩৯ সালের ১৩ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন সরফরাজ খান। তিনি ছিলেন খুব অযোগ্য শাসক। রাজ্য শাসনের চেয়ে আনন্দ আর বিলাসের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন কাটাতে বেশি মনোযোগী

ছিলেন। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে বিহারের নায়েবে নাজিম আলীবর্দী খান সরফরাজকে আক্রমণ করেন। সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

সার-সংক্ষেপ

বাংলা ছিল মোগলদের অন্যতম সুবা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লির দুর্বল শাসনে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। মোগল আমলের এই যুগ নবাবী আমল নামে পরিচিত। নবাবদের শাসনকালের পরিধি ছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. মোগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার ছিলেন কে?
২. কখন থেকে বাংলার সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন?
৩. সুবাদার পদটি বংশগত হয়ে পড়ে কেন?
৪. কি জন্য মুর্শিদকুলী খান বিখ্যাত হয়ে আছেন?
৫. মুর্শিদকুলী খান দিল্লির সম্রাটকে কত টাকা বার্ষিক রাজস্ব পাঠাতেন?
৬. সরফরাজ খান কে ছিলেন?
৭. সুজাউদ্দিন খান কোথাকার নবাব ছিলেন?
৮. সুজাউদ্দিনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য কারা ছিলেন।
৯. সুজাউদ্দিনের শাসনে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল?
১০. নবাব সরফরাজ কার হাতে পরাজিত ও নিহত হন?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিকথা লিখুন।
২. মুর্শিদ কুলী খান কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।
৩. নবাব সুজাউদ্দিন খান সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ-৪ : নবাব আলীবর্দী খান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

☞ নবাব আলীবর্দী খানের পরিচয় দিতে পারবেন।
☞ বিহারের নায়েব হিসেবে আলীবর্দী খানের সাফল্য বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ বাংলার মসনদ কিভাবে দখল করেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ আলীবর্দী খানের বিজয় অভিযান সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.১ আলীবর্দী খানের পরিচয়

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামল এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তুর্কী বংশোদ্ভূত এক ভাগ্যান্বেষী যুবক নিজ যোগ্যতা বলে সামান্য কর্মচারী থেকে সুবাদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দীর্ঘ ষোল বছর অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। একজন যোদ্ধা ও দক্ষ শাসক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তাঁর শাসনামলে বাংলার জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল।

আলীবর্দীর প্রথম নাম ছিল মীর্জা বন্দি বা মীর্জা মুহাম্মদ আলী। তাঁর পিতামহ (আরব বংশোদ্ভূত) সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল মনসবদার ছিলেন। পিতা মীর্জা মুহম্মদ আজম শাহের অধীনে সামান্য কাজ করতেন। মাতা তুর্কী বংশোদ্ভূত সুজাউদ্দিন খানের আত্মীয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে জজুর যুদ্ধে আজম শাহ নিহত হলে মীর্জা মুহাম্মদ আলী উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার সুজাউদ্দিনের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তাদের প্রভাবেই সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদ অধিকার করতে সমর্থ হন। এর পুরস্কার স্বরূপ মীর্জা মুহম্মদ আলী রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হন ও 'আলীবর্দী খান' উপাধিতে ভূষিত হন।

৪.২ বিহারের নায়েব-নাযিম পদ লাভ

নবাব সুজাউদ্দিন ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সুবাদারী লাভ করে আলীবর্দী খানকে 'নায়েব-নাযিম' পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর সুপারিশে সম্রাট আলীবর্দীকে পাঁচ হাজারী মনসব প্রদান করেন। এ সময়ে বিহার প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার দারুন অবনতি ঘটে। জমিদাররা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, কর প্রদান বন্ধ করে দেয়। এদেরকে দমন করে আলীবর্দী শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। টিকারীর জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। মুঙ্গের জিলার উপজাতিগুলোকে দমন করেন। এভাবে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায়।

৪.৩ বাংলার মসনদ অধিকার

সুজাউদ্দিন খানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। নবাবের উপদেষ্টা ও সভাসদ মীর মুর্তজা, হাজী লুৎফ আলী ও মর্দন আলী খান আলীবর্দী খানের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে খর্ব করার জন্য পরামর্শ দেন। অন্যদিকে আলীবর্দীর ভাই হাজী আহমদকে অমলচাঁদ, জগৎশেঠ, ফতেহ চাঁদ নবাবের বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করে তোলে। সরফরাজের দুর্বলতা ও শাসন অক্ষমতায় উৎসাহিত হয়ে আলীবর্দী ও তাঁর পরিবার দিল্লি সম্রাটের অনুচরগণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করেন। এরপর রাজত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্রাটের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ফরমান আদায় করেন। কূটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আলীবর্দী খান ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বিহার থেকে বাংলার পথে অগ্রসর হন। মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে সরফরাজ খাঁন আলীবর্দী খানকে বাধা দেন। সরফরাজ খাঁন পরাজিত ও নিহত হলে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন।

৪.৪ উড়িষ্যা বিজয়

সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ উড়িষ্যার নায়েব নাযিম ছিলেন। তিনি আলীবর্দী খানের আনুগত্য অস্বীকার করেন। রুস্তম জঙ্গকে শাস্তি দেবার জন্য আলীবর্দী উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হলে বালেশ্বরের নিকট ফুলয়ারী নামক স্থানে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। রুস্তম জঙ্গ পরাজিত হয়ে হায়দারাবাদের নিযামুল মূলকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলীবর্দী খান তাঁর জামাতা সৌলত জঙ্গকে নায়েব নাযিম নিযুক্ত করেন। এ সময়ে রুস্তম জঙ্গের জামাতা মীর্জা বাকর মারাঠাদের সাথে নিয়ে

উড়িষ্যা পুনদখল করেন। এ অবস্থায় আলীবর্দী খান (১৭৪১ খ্রি.) পুনরায় উড়িষ্যা অভিযানে অগ্রসর হন। মীর্জা বাকর দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। আলীবর্দী সেখানে তিন মাস অবস্থান করে শেখ মাসুমকে নায়েবে-নাযিম নিযুক্ত করে রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪.৫ মারাঠা আক্রমণ

উড়িষ্যার গোলযোগ শেষ হলে আলীবর্দীকে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের দ্বারা এক দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ১৭৪২-৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর মারাঠারা উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক লুটতরাজ ও হত্যালীলা চালাতে থাকে। নারী ধর্ষণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিচারে হত্যা, নগরের পর নগর, গ্রাম লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ দ্বারা ভস্মীভূতকরণ মারাঠাদের আক্রমণের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীর্ঘকাল মারাঠা ও আলীবর্দীর মধ্যে যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে নবাব পেশোয়া বালাজীরাওয়ের বন্ধুত্ব গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেন। অবশেষে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির এক বছর পর মারাঠা সৈন্যরা মীর হাবীবকে হত্যা করে রঘুজীর সভাসদ মুসলেউদ্দিনকে নায়েব নাযিম পদে বসায়। এতে আলীবর্দী খান উড়িষ্যার উপর কাল্পনিক কর্তৃত্ব হারান।

৪.৬ আফগান বিদ্রোহ

আফগান অধিপতি আহম্মদ শাহ দুররানী ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। এ সুযোগে আলীবর্দীর পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদল পাটনা দখল করে। নবাবের বড় ভাই হাজী আহমদ ও তার পুত্র জৈনুদ্দিনকে হত্যা করে নবাবের মেয়ে আমেনা বেগম ও সন্তানদের বন্দি করে। এদের সাথে মারাঠারাও যোগ দেয়। নবাব আলীবর্দী খান এতে মর্মাহত হন। পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে এক যুদ্ধে তিনি মারাঠা ও আফগানদের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে কন্যা আমেনা বেগম ও তাঁর সন্তানদের মুক্ত করেন। এভাবে দীর্ঘ সময় নবাবকে বিদ্রোহী আফগানদের বিরুদ্ধে কাটাতে হয়েছে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সেনাপতি মুস্তফা খান।

৪.৭ আলীবর্দী ও ইংরেজ বণিক

নবাব আলীবর্দী বাংলার সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে ইংরেজ বণিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বিধিবদ্ধ শুল্ক ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আদায় করতেন না। ১৭৪৫ সালে নবাব আলীবর্দী এক পরোয়ানা জারি করে ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের রাজ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ও দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলতেন, "তোমরা বণিক, তোমাদের দুর্গের কি প্রয়োজন? আমার রক্ষণাধীনে কোন শত্রুর ভয় তোমাদের নেই।" আলীবর্দী সর্বদাই বণিকদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

৪.৮ শাসক হিসেবে আলীবর্দী খান

তিনি শুধু একজন সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবেই নয় সুদক্ষ শাসক হিসেবেও কৃতিত্ব অর্জন করেন। মারাঠাদের সাথে সন্ধির পর আলীবর্দী খান বিধ্বস্ত নগর ও গ্রামগুলো পুনর্গঠন করেন। কৃষকদের অর্থ সাহায্য করেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করেন। প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে জমিদারদের সাথে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহেরে জন্য অনেক সময় প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতেন। কিন্তু তা শোষণ ও নির্যাতনমূলক ছিল না।

কয়েকটি প্রধান পদ ছাড়া রাজস্ব বিভাগের চাকরি হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল। এদের মধ্যে চিনরায়, বিরুদত্ত, রাজা কিরাত চাঁদ, উঁমিদ রায় দিওয়ান ছিলেন। জানকীরাম ও রাম নারায়ণ নাযিমে দিওয়ান ছিলেন। জগৎশেঠ ও রাজভল্লভ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলীবর্দী খান নিজে শিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এ সময়ে বাংলায় ফরাসি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ফরাসি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও সমৃদ্ধ হয়। রাজদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মৌলভী নাছির আলী খান, দাউদ আলী খান, জাকির হোসেন খান, মীর মোহাম্মদ আমীন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

বীর যোদ্ধা, সুনিপুণ সেনাপতি ও দক্ষ শাসক হিসেবে আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব বাংলার ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. আলীবর্দী খান কত সালে বাংলার সিংহাসনে বসেন?
২. আলীবর্দী খান কত বছর বাংলা শাসন করেন?
৩. আলীবর্দী খানের প্রথম নাম কি ছিল?
৪. তিনি কখন 'আলীবর্দী খান' উপাধি পান?
৫. কে আলীবর্দী খানকে বিহারের নায়েবে-নাযিম পদে নিযুক্ত করেন?
৬. কিভাবে আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন?
৭. ফুলয়ারী নামক স্থানে কাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়?
৮. মারাঠারা বাংলায় কি করত?
৯. আফগান বিদ্রোহ আলীবর্দী খান কিভাবে দমন করেন?
১০. শাসক হিসেবে আলীবর্দী খান কেমন ছিলেন?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নবাব আলীবর্দী খানের পরিচয় দিন।
২. আলীবর্দী খানের বিহার ও বাংলার মসনদ কিভাবে দখল করেন, তার বর্ণনা দিন।
৩. মারাঠা ও আফগানদের বিদ্রোহ দমনে আলীবর্দী খানের ভূমিকা লিখুন।
৪. আলীবর্দী খানের ইংরেজদের প্রতি কিরূপ ভূমিকা ছিল লিখুন।
৫. শাসক হিসেবে আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-৫ : নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

☞ সিরাজ-উদ-দৌলা কিভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ সিরাজ বিরোধী পারিবারিক ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

☞ ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের কারণ, ঘটনা প্রবাহ ও ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

সিরাজ-উদ-দৌলার প্রকৃত নাম মীর্জা মুহাম্মদ। তিনি ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর্জা মুহাম্মদ হাশিম জয়নউদ্দিন আহমদ খান। আলীবর্দীর তিন কন্যা ছিল এবং তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি তাঁর দৌহিত্র সিরাজকে নিজ পুত্রের মতো লালন-পালন করেন। তিনি তাঁকে রাজকার্য ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছামতো সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। এতে আলীবর্দীর অন্যতম দৌহিত্র শওকত জং ও কন্যা ঘষেটি বেগম ঈর্ষান্বিত হয় এবং সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। অপর দিকে ইংরেজরা রাজ্য লোভে ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ে। পারিবারিক ষড়যন্ত্র নির্মূল করার আগেই সিরাজকে ইংরেজদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে হয়। ইংরেজ বণিকগণ শুরুতেই নতুন নবাবকে অবহেলার চোখে দেখতে থাকে। তাঁকে স্বীকৃতিস্বরূপ উপঢৌকন না পাঠিয়ে তারা প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে। ফরাসি এবং ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না নিয়েই বাংলাতে তাদের ঘাঁটিগুলোকে দুর্গে পরিণত করতে শুরু করে। নবাবের নির্দেশে ফরাসিগণ এ কর্ম হতে বিরত থাকে, কিন্তু ইংরেজরা এতে কর্ণপাত করেনি। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করে এবং ইংরেজগণ তাকে আশ্রয় প্রদান করে। তারা কৃষ্ণদাসকে নবাবের নিকট ফিরিয়ে দেয়নি। ইংরেজরা পূর্ব হতেই ষড়যন্ত্রকারী শওকত জং এবং ঘষেটি বেগমকে সাহায্য প্রদানে প্রতিজ্ঞাদ্ধ ছিল।

এ সমস্ত কিছুর পেছনেই ছিল ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সিরাজ ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে কাশিম বাজার দুর্গ অধিকার করেন এবং পরে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম অধিকার করেন। ইংরেজগণ কলকাতা ত্যাগ করে নদীর মোহনায় ফুলতা নামক স্থানে চলে যায়। এ সময় সিরাজ কিছু ইংরেজ সৈন্য বন্দি করে রাখে। সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য হলওয়েল নামক জনৈক ইংরেজ 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী রচনা করেন। তিনি লিখেন যে, ক্ষুদ্র একটি কক্ষে সিরাজ ১৪৬ জন সৈন্যকে আটক রাখেন। এতে গরম ও তৃষ্ণায় ১২৩ জনের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার কোন প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়নি। নবাব কলকাতা মানিকচাঁদের দায়িত্বে রেখে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। আলীবর্দীর নাম অনুসারে তিনি কলকাতার নাম রাখেন আলী নগর। ইতোমধ্যে পূর্ণিয়ার শওকত জং সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সিরাজের সৈন্য তাকে পরাজিত ও নিহত করে।

কলকাতা পতনের খবর মাদ্রাজে পৌঁছালে সেখানকার কর্তৃপক্ষ কলকাতা পুনরায় দখলের জন্য রবার্ট ক্লাইভ ও নৌসেনাপতি ওয়াটসনকে পাঠায়। মানিকচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ইংরেজরা সহজেই কলকাতা পুনর্দখল করে। তারা হুগলী লুটপাট করে এবং চন্দননগর দখল করেন। নবাব সিরাজ দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণ করেন এবং কলকাতা দখল করতে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় সিরাজ ২ জানুয়ারি, ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সাথে আলী নগরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজগণ অনেক সুবিধা আদায় করে নেয়।

এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের দরবারে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। জগৎশেঠ সিরাজের সেনাপতি মীর জাফরকে তার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। দেওয়ান রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ ও রাজবল্লভও এ ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ক্লাইভ মীর জাফরকে নবাব পদে বহাল করলে, মীর জাফর তাকে ১৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীদের কীভাবে পুরস্কৃত করা হবে তাও ঠিক হয়। সিরাজ তাঁর এমন বিপদের সময়েও চক্রান্তকারী মন্ত্রীদের

পরামর্শ নিয়ে ইংরেজদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে দৃঢ় সংকল্প হন। ষড়যন্ত্র শেষে রবার্ট ক্লাইভ সামান্য কারণে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ক্লাইভ কলকাতা থেকে এসে ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি পথে কোন বাধার সম্মুখীন হন নাই। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সকালবেলা উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ সময় সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। কেবল মীর মদন, মোহন লাল কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ফরাসিদের সাহায্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। জয় যখন সুনিশ্চিত তখন সেনাপতি মীর জাফর যুদ্ধ বন্ধের জন্য ঘোষণা করেন। এতে সিরাজের সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে রবার্ট ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণ করেন। পরাজিত নবাব তার সৈন্যদল জোগাড় করতে মুর্শিদাবাদ যান কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পাটনা অভিমুখে পালিয়ে যান। পথে তিনি বগবান গোলার নিকট ধরা পড়েন। মুর্শিদাবাদে আনা হলে মীর জাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে মুহাম্মদী বেগ তাঁকে হত্যা করে। ইংরেজ কোম্পানির অনুগ্রহে মীর জাফর বাংলার নবাব হলেন। পলাশীর যুদ্ধ ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের অন্যতম। প্রথমত, সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ও মৃত্যুর ফলে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় দাক্ষিণাত্যে তাদেরকে ফরাসিদের বিরুদ্ধে জয়লাভে সাহায্য করে।

সার-সংক্ষেপ

কয়েকটি কারণে মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এর পরিণতিতে পলাশীতে ১৭৫৭ সালে দুই পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সিরাজ পরাজিত হন। পলাশীর যুদ্ধ উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের মধ্যে অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :

১. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পিতান নাম কি ছিল?

ক. সুজাউদ্দিন খ. সুজাউদ্দৌলা

গ. জয়নউদ্দিন ঘ. বাহাউদ্দিন

২. বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী কোথায় ছিল?

ক. কলকাতা খ. মুর্শিদাবাদ

গ. কাশিম বাজার ঘ. সুতানটি

৩. পলাশীর যুদ্ধ কোন সালে ঘটে?

ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৭০৯ সালে

গ. ১৭৫৯ সালে ঘ. ১৭৬৫ সালে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৭

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. মোগলযুগে বাংলায় সুবাদারী শাসনের বর্ণনা দিন।

২. সুবাদার শায়েস্তা খানের পরিচয় দিন। তাঁর সংস্কারমূলক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. নবাব মুর্শিদকুলী খানের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

৪. নবাব সুজাউদ্দিন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৫. নবাব আলীবর্দী খানের পরিচয় ও তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৬. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশী যুদ্ধের বিবরণ দিন।